দৈনিক বাংলা

তারিখ ...2.1 OCT. 1996
পৃষ্ঠা কলাম

10

শিক্ষানীতি তৈরীতে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছেঃ সাদেক

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেছেন, বিগত ২১ বছরে চরম অবহেলার কারণে দেশে কোন সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। প্রণীত হয়নি কোন শিক্ষা নীতি। বর্তমানের মত লক্ষ্যহীনভাবে চলতে থাকলে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অচিরেই ভেঙ্গে পড়বে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শনিবার সকালে ধানমন্ডি গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের উদ্যোগে ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় শীর্ষস্থানসহ বিভিন্ন স্থানপ্রাপ্ত ৩০ জন কৃতী ছাত্র এবং ১৯৯৩ সালে জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা কলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ হাবিবুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা প্রাক্তন ছাত্রনেতা সংসদ সদস্য আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, আক্তারুজ্জামান ও আলহাজ মকবুল হোসেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এক হতশ্রী চিত্র তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী জনাব সাদেক বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কোন লক্ষ্য নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে বিগত একশ' বছরে যে শিক্ষা ব্যবস্থা পেয়েছিলাম তার আবর্তে এখনো আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। দেশ কি চায়, সমাজ সভ্যতা কি চায়, দেশের অর্থনীতির জন্য কোন ব্যবস্থা প্রয়োজন, কোন ব্যবস্থা বাস্তবভিত্তিক এসব দিক লক্ষ্য রেখে আজ পর্যন্ত কোন শিক্ষা পদ্ধতি বা নীতি নির্ধারণ করা হয়নি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষানীতি গঠনে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের প্রায় দুই কোটির উপর ছাত্র ভাল শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ পাচ্ছে না। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে নানা সমস্যা। রয়েছে ভাল শিক্ষকের অভাব। তিনি বলেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তবে সেই মেরুদন্ড আজও নরম না শক্ত অবস্থায় আছে আজ তার মূল্যায়ন করতে হবে। মানব সম্পদের উন্নয়ন না করতে পারলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার প্রসার বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। আমরা পর্যায়ক্রমে এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করব।

আবদুল লতিফ সিদ্দিকী এমপি বলেন, দেশের আজকের কৃতী ছাত্ররাই ভবিষ্যতের নির্মাতা। তিনি বলেন, মেধাবী হয়ে কেউ জন্মায় না। মেধার বিকাশ ঘটাতে হয়। তিনি কৃতী ছাত্রদের অভিনন্দন জানান।

আক্তারুজ্জামান বলেন, হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বাঙ্গালী জাতিকে আজ নানা সমালোচনার মুখে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। নতুন প্রজন্মকে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে আমাদের সেই হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে।

আলহাজ মকবুল হোসেন বলেন, এই স্কুলের ছাত্র–শিক্ষকরা যাতে সন্ত্রাসমুক্ত চমৎকার পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সকল প্রচেষ্টা চালানো হবে।